



তারিখঃ ২৭-০৯-২০২৬

নির্দেশনাবলী

সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (সিআরএস) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক সহায়তায় ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রদানের শর্তসমূহ:

১. আবেদনকারী প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও কো-ইনভেস্টিগেটর কে অবশ্যই সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হইতে হবে।
২. আপনার প্রকল্পটি Plagiarism Checker Software এর মাধ্যমে সাজুয়তা ৩০% এর নিচে এনে প্রকল্প জমা দিতে হবে।
৩. এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি শিক্ষক, সহযোগী প্রফেসর ও প্রফেসরবৃন্দ প্রকল্প প্রস্তাব জমা প্রদান করতে পারবেন এবং সাথে লেকচারার ও সহকারী প্রফেসরবৃন্দ কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর Co-PI হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন (বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক ৩১-০৮-২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১৭৯ তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষণা অর্থায়ন পরিচালনার সাধারণ নির্দেশিকা, ২০২৬ অনুযায়ী)। একজন শিক্ষক শুধুমাত্র একটি প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর হিসেবে প্রকল্প প্রস্তাব জমা প্রদান করতে পারবেন। একজন শিক্ষক সর্বোচ্চ একটি প্রকল্প প্রস্তাবে কো-ইনভেস্টিগেটর হিসেবে অর্ন্তভুক্ত হতে পারবেন।
৪. এক বছর মেয়াদী প্রকল্পের বাজেটের সর্বোচ্চ সীমা ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা হতে ৩,৮০,০০০/- (তিন লক্ষ আশি হাজার) টাকা হবে এবং বাজেট Justification অতীব গুরুত্বপূর্ণ। Reviewer দের মতামতের ভিত্তিতে সাউরেস কর্তৃক প্রত্যেকটি প্রকল্পের বাজেট চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে।
৫. প্রতিটি প্রকল্প প্রস্তাবনায় আবশ্যিক ভাবে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও একজন কো-ইনভেস্টিগেটর থাকবেন। কো-ইনভেস্টিগেটর ব্যতীত কোন প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে না। প্রকল্প প্রাপ্তির পর হতে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ন্যূনতম ছয় মাস অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বশরীরে উপস্থিত থাকবেন মর্মে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা প্রদান করবেন। প্রকল্পের প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর PI এর সম্মানী ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা ও কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর Co-PI এর সম্মানী ২০,০০০/- (বিশ হাজার টাকা) মাত্র করে প্রাপ্য হবেন।
৬. যে সকল শিক্ষকবৃন্দ ২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের সাউরেস প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ এর মধ্যে (প্রত্যায়ন পত্র) সহ জমা দিতে পারবেন তারাই কেবল ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের প্রকল্প প্রস্তাবনা জমাপ্রদান করতে পারবেন। উক্ত সময়ের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা প্রদান করতে না পারলে তাঁহার প্রকল্প প্রস্তাবনা বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. যারা ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে অনুদান গ্রহণ করে Innovative ও ফলপ্রসূ গবেষণা সম্পাদন করেছেন, তাদের গবেষণা কর্মের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পূর্বে উল্লেখিত প্রকল্প প্রস্তাবনা সংযুক্ত পূর্বক নতুনভাবে গবেষণা প্রকল্প দাখিল করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হচ্ছে।
৮. অনুমোদিত গবেষণা প্রকল্পের টাকা ২টি কিস্তিতে ছাড় করা হবে; মোট বাজেটের মধ্যে প্রকল্প পরিচালকের সম্মানী ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ ১ম কিস্তিতে ৬০% ও দ্বিতীয় কিস্তিতে ৪০% ছাড়া করা হবে। প্রথম কিস্তির বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয় সমন্বয় প্রদান সাপেক্ষে দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ ছাড় করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ১২ মাস হবে। তবে অবশ্যই প্রকল্পের ১ম কিস্তির অর্থ ছাড়ের তারিখ থেকে পরবর্তী ১২ (বার) মাসের মধ্যে প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন মূল্যায়নকারীর মাধ্যমে সন্তোষজনকভাবে গৃহীত হলে প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ও কো-প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটরের সম্মানী ছাড় করা হবে।
৯. এক বছর মেয়াদী প্রকল্পের কাজে সহায়তা করার জন্য প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর ১ জন গবেষণা সহকারী নিয়োগ দিতে পারবেন। গবেষণা সহকারী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এস. শিক্ষার্থী নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। উক্ত প্রকল্প হতে মাসিক অনুদান সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা মাত্র হিসেবে ন্যূনতম তিন মাস হতে ছয় মাস ৬০,০০০/- (ষাট হাজার) টাকা এর বেশী নয়। তবে অন্যকোন উৎস থেকে ফেলোশিপ/ স্টাইপেন্ড প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে নিয়োগ দেয়া যাবে না।

Signature



১০. PhD সুপারভাইজরশীপ অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষকবৃন্দ ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে PhD ফেলো শিক্ষার্থী ভর্তি হবে মর্মে প্রকল্প জমা প্রদান করিলে ৩ বছর মেয়াদী প্রস্তাবিত গবেষণা প্রকল্প জমা প্রদান করবেন। সেক্ষেত্রে প্রকল্পের অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনার অগ্রগতি, বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার, দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সন্তোষজনক মূল্যায়নের ভিত্তিতে এবং ইউজিসি হতে অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে পরবর্তী বছরে অর্থ ছাড় করা হবে। PhD ফেলো শিক্ষার্থী প্রকল্পের সহিত যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে উক্ত প্রকল্পের মাসিক গবেষণা অনুদান সর্বোচ্চ ৩৫,০০০/- (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র হিসেবে ১২ মাসে সর্বোচ্চ ৪,২০,০০০/- (চার লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মাত্র প্রাপ্ত হবেন। প্রকল্প বাজেটের অতিরিক্ত হিসেবে উক্ত বাজেট অর্ন্তভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবেন। তিন বছর মেয়াদী প্রকল্পের ক্ষেত্রে PhD ফেলো শিক্ষার্থীর ভাতা সহ সর্বোচ্চ বাজেট সীমা ২৬ (ছাব্বিশ লক্ষ) টাকা মাত্র অর্থ প্রদান করা হবে।
১১. PhD ফেলো শিক্ষার্থীর ভাতা সরাসরি একাউন্ট পে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিজ নিজ একাউন্টে প্রদান করা হবে। কোন PhD ফেলো শিক্ষার্থী অন্য কোন সংস্থা হতে ফেলোশীপ ভাতা গ্রহণ করলে তাকে উক্ত প্রকল্প হতে ফেলোশীপ ভাতা গ্রহণের কোন সুযোগ নেই বলে বিবেচিত হবে। উক্ত প্রকল্পের PhD ফেলো শিক্ষার্থীর ভাতা গ্রহণের পর অন্য কোন সংস্থা হতে ফেলোশীপ ভাতা গ্রহণ করলে তা ফেরত প্রদান করতে হবে এবং ফেরতকৃত অর্থ গবেষণা কাজে PI কে প্রদানের কোন সুযোগ নেই।
১২. প্রকল্পের কাজে সহায়তা করার জন্য প্রিন্সিপাল ইনভেস্টিগেটর প্রয়োজনে শ্রমিক/ল্যাব এ্যাটেনডেন্ট/অফিস সহকারী নিয়োগ দিতে পারবেন।
১৩. প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রদানের জন্য www.saures.sau.ac.bd/project (Google form) এ “Complete Research Proposal Form (২০২৬-২০২৭)” ও “SAURES UGC PROJECT ADMIN FORM” আবশ্যিকভাবে পূরণীয়। ফরম সমূহ পূরণের জন্য “Guidance note for SAURES UGC funded application” অনুসরণ করতে হবে।
১৪. সাউরেস কর্তৃক অনুমোদিত টাকায় ক্রয়কৃত যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও গবেষণা সহায়ক যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যাদি সম্পাদনের পর উল্লিখিত যন্ত্রপাতি বিশ্ববিদ্যালয় এর সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় Stock Register-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং এগুলো বিভাগে গৃহীত হয়েছে এই মর্মে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে একটি প্রত্যয়নপত্র Project Completion Report (PCR) এর সাথে সাউরেস কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
১৫. সাউরেস বিমকের আর্থিক সাহায্যে সম্পাদিত গবেষণা কাজের ফলাফল প্রকাশনার ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদানের বিষয়টি প্রকল্প আইডিসহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
১৬. প্রকল্পের গবেষণা কর্মের ফলাফল কোন Impact Factor Journal বা আন্তর্জাতিক প্যাটেন্ট হিসেবে প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট গবেষককে যথাযথভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

২৭.০৯.২০২৬

(প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সামিউল আহসান তালুকদার)
পরিচালক (গবেষণা)
সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট-৩১০০।